

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନେ ଗୃହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ





বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া মধ্যকার ১৩২০ মেগাওয়ার যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪)



বাঘাবাড়ি ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.০ বিদ্যুৎ উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রম

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজেট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই বিদ্যুৎ খাতে সরকারের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল ও ভূটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রোড-শেৰো আয়োজন, দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সভা, যুগোপযোগী আইন/ নীতিমালা প্রণয়ন/ হালনাগাদকরণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়নসহ বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। ফলে বিগত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাফল্য গাঁথা

২০০৯ সালের পূর্বে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিদ্যুতের অবস্থা ছিল শোচনীয়। অর্থনীতি ছিল পর্যুদন্ত, শিল্প বাণিজ্য ছিল স্থবির এবং জনজীবনে লোড শেডিং ছিল অসহনীয়। তখন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ছিল ৫,০০০ মেগাওয়াটেরও কম। ২০১৪ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এসে দাঁড়িয়েছে ১১,২৬৫ মেগাওয়াট। মোট ১১,১২৬ মেগাওয়াট (ক্যাপ্টিভ ও সোলার ব্যতীত) ক্ষমতার ৭৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এ সময়ে মোট ৬৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। যেখানে ২০০৯ সালের পূর্বে ৪০ বছরে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে মাত্র ২৭টি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সাহসী সিদ্ধান্তে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের এক বিরল দ্রষ্টান্ত। এছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অতীতের অধিকার পেরিয়ে আলোর পথে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি।

১.১ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মহাজেট সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে ৭ হাজার, ২০১৫ সালের মধ্যে ৮ হাজার এবং ২০২১ সাল নাগাদ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১৩ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াট এর মাইলফলক অতিক্রম করেছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে ১৩,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ ছাড়াও ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১৪ হতে ২০১৮ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৯,৬৪৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১.২ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে এবং দিন দিন বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রূতিবদ্ধ। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যেই এ সকল পরিকল্পনার আওতায় ২০১৪ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১১,২৬৫ মেগাওয়াটে (ক্যাপ্টিভ ও সোলার ব্যতীত) উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হলো:

১.২.১ তাৎক্ষণিক, স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুতের ঘাটতি দ্রুততার সাথে মোকাবেলার জন্য ৬ হতে ১২ মাসের মধ্যে প্রায় ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ১৮-২৪ মাসে বাস্তবায়নযোগ্য তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১১





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৩ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে পাগলা ৫০ মেগওৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন



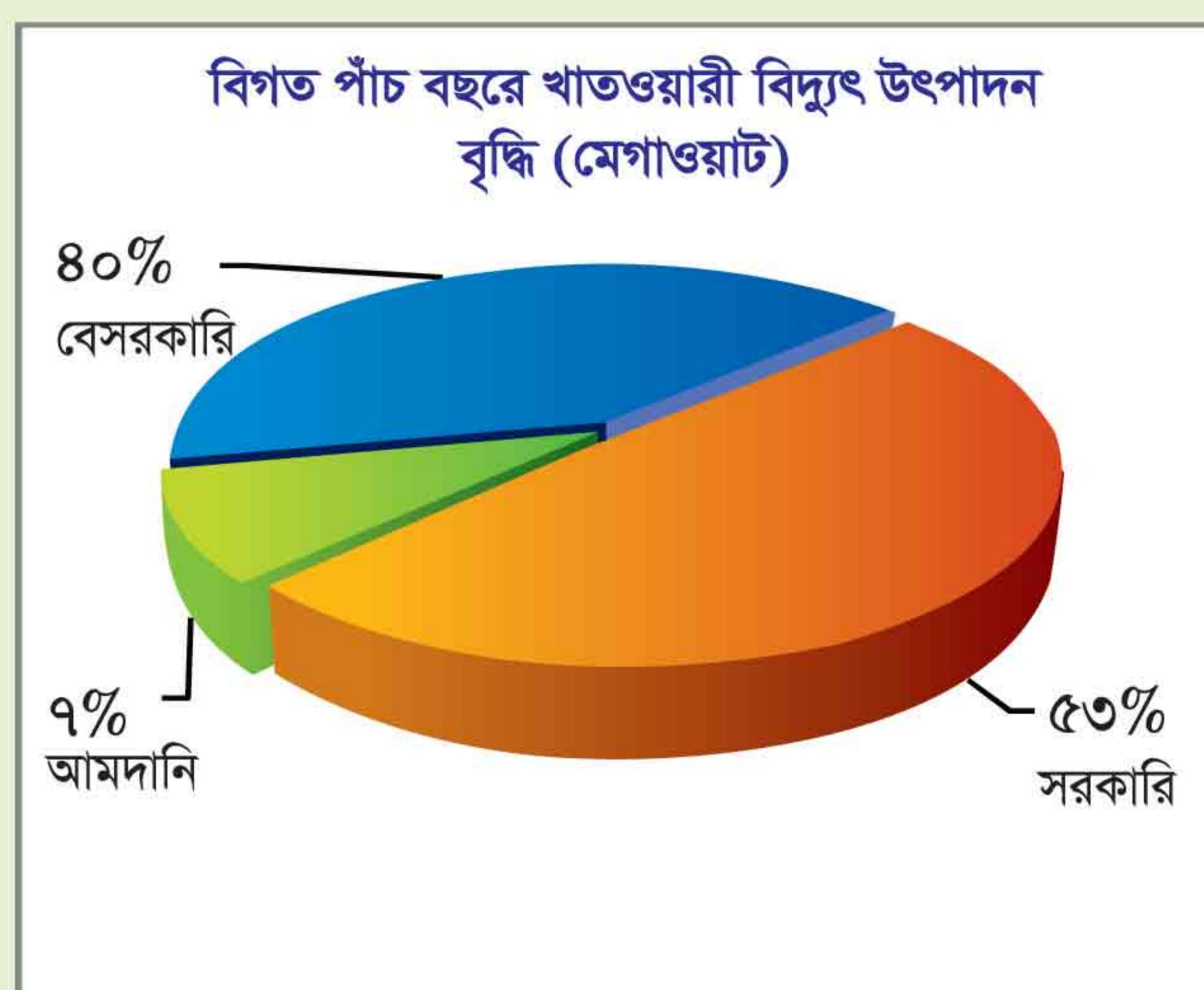
গোপালগঞ্জ ১০০ মেগওৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (৩১ জুলাই ২০১০)

এর মধ্যে সরকারি খাতে ১১টি এবং বেসরকারি খাতে ১৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ২১৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ৩-৫ বছরে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১২ সালে ২৬১৮ মেগাওয়াট, ২০১৩ সালে ৩৩৩৯ মেগাওয়াট, যার মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট আমদানি ভিত্তিক এবং ২০১৪ সালে ৩২৯৭ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তাৎক্ষণিক, স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ৬,৩২৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬৫টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বছরওয়ারী নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন দেখানো হলো:

সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে সংকটের উত্তরণ

৫ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬,৩২৩ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে যার মধ্যে সরকারি খাতে ৫৩% ও বেসরকারি খাতে ৪০%। ফলে বিদ্যুতের সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণ করা সম্ভব হয়েছে যা সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টিকোণ।

সাল (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
২০০৯	৩৫৬
২০১০	৭৭৫
২০১১	১,৭৬৩
২০১২	৯৫১
২০১৩	৬৬৩
২০১৪	১,৩১৫
বিদ্যুৎ আমদানি	৫০০
মোট	৬,৩২৩



১.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এ্যাবৎ দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ৪০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমর্পিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকিকরণ, অর্থায়নের উৎস অনুসন্ধানসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে SREDA Act 2012 প্রণয়ন করা হয়েছে এবং Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) নামে একক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে।

১.৪ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান-২০১০ এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেশী দেশ ভারত হতে ইতোমধ্যেই ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ত্রিপুরা হতে ১০০ মেগাওয়াট, নেপাল ও ভূটান হতে জল বিদ্যুৎ আমদানীর লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক ও ত্রি-পাক্ষিক আলোচনা চলছে।





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০ মার্চ ২০১১ তারিখে হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন



হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.৫ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ১৫-২৫ বছরের পুরাতন ও অদক্ষ বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং, সিম্পল সাইকেল হতে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সংস্কার/ পুনর্বাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোর জুলানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের অর্থ হল একটি ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে একই পরিমাণ জুলানি দিয়ে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে আনয়ন। বিটো'র আওতাধীন পুরানো এবং সংস্কারের ফলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব এমন প্রায় ১৫৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১১টি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট রয়েছে। এছাড়াও নওপাজোকো'র আওতাধীন ২টি পুরানো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আপগ্রেডেশনের ফলে ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট রয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সংস্কার/ পুনর্বাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রগুলো জুলানি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ১,২১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে। সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কেন্দ্রসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	বর্তমান ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সংস্কার পরবর্তী উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সংযোজিত ক্ষমতার পার্থক্য (মেগাওয়াট)
০১	ঘোড়াশাল ৫ম ইউনিট ওভারহলিং	১৯০	২১০	২০
০২	চট্টগ্রাম (রাউজান) এসটি, ২য় ইউঃ ওভারহলিং	১৮০	২১০	৩০
০৩	২১০ মেগাওয়াট সিদ্ধিরগঞ্জ এসটি ওভারহলিং	১৫০	২০০	৫০
০৪	বড়পুকুরিয়া এসটি, ১ম ইউনিট ওভারহলিং (কয়লাভিত্তিক)	৯০	১২০	৩০
০৫	কাঞ্চাই হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট (পানি বিদ্যুৎ)	৬০	৮০	২০
০৬	ঘোড়াশাল ৩য় ইউনিট রিপাওয়ারিং	১৮০	৪১৬.৩	২৩৬.৩
০৭	ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট রিপাওয়ারিং	১৮০	৪১৬.৩	২৩৬.৩
০৮	ঘোড়াশাল ৬ষ্ঠ ইউনিট রিপাওয়ারিং	১৯০	৪১৬.৩	২২৬.৩
০৯	বাঘাবাড়ী ১০০ মেগাওয়াট জিটি (সিম্পল সাইকেল) ওভারহলিং	১০০	১৫০	৫০
১০	শাহজিবাজার ৭০ মেগাওয়াট জিটি ওভারহলিং	৭০	১০৫	৩৫
১১	সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট জিটি সিম্পল সাইকেলকে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর	১৫০	২২৫	৭৫
১২	আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট আপগ্রেডেশন	১৫০	২২৫	৭৫
১৩	আপগ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মেগাওয়াট আপগ্রেডেশন	১৫০	২২৫	৭৫
১৪	খুলনা ১১০ মেগাওয়াট ওভারহলিং	১১০	১৬৫	৫৫

১.৬ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জুলানির ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৭২ শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জুলানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হ'ল:

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.বি.)	গ্যাস ভিত্তিক	কয়লা ভিত্তিক	তরল জুলানি ভিত্তিক	পানি ভিত্তিক	আমদানি ভিত্তিক
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৮.০২	৫.৯৩	১.৬১	--
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৮.৭৬	২.৫০	--
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৮২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭
২০১৪-১৫ (সম্ভাব্য)	৪৭,৮৯১	৭০.৪৪	২.০৮	১৯.৬৩	১.৬৮	৬.১৭
২০১৫-১৬ (সম্ভাব্য)	৫৩,৬০০	৭২.৮১	১.৭৮	১৭.৬০	১.৩১	৬.৯০
২০১৬-১৭ (সম্ভাব্য)	৫৯,৭৯৭	৭২.৫৮	১.৬১	১৮.০৩	১.০১	৬.৭৭





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে কাটাখালী ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রত্ন স্থাপন



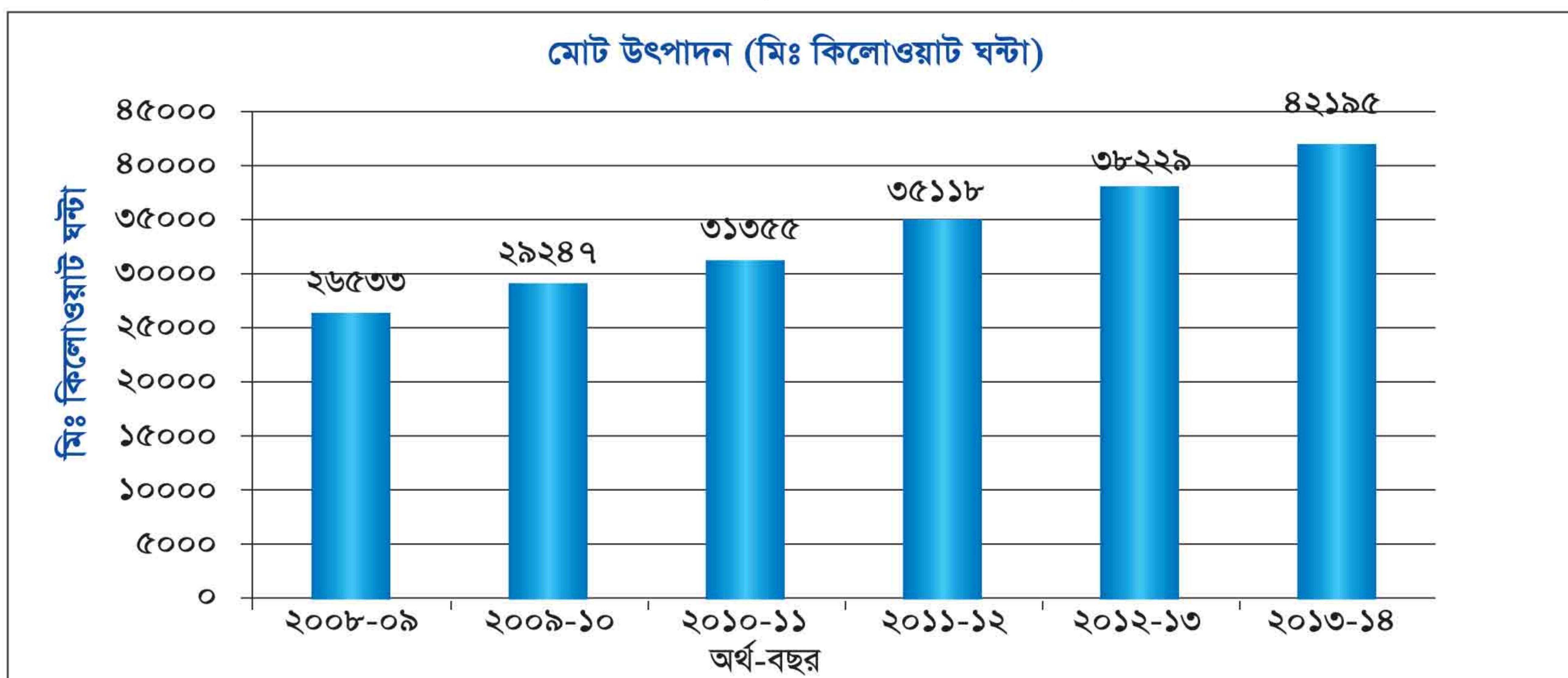
কাটাখালী ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

‘পাওয়ার সিটেম মাষ্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১০’ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনায় একক জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জ্বালানির বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে কয়লাকে প্রাথমিক দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিএসএমপিতে তরল জ্বালানি (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল), নবায়নযোগ্য শক্তি, গ্যাস, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ কয়লাভিত্তিক ২০,০০০ মেগাওয়াট, প্রাকৃতিক গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক ৮,০০০ মেগাওয়াট, ডিজেল/ ফার্নেস অয়েলভিত্তিক ৪০০০ মেগাওয়াট, নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক ৪০০০ মেগাওয়াট এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ১৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিগত পাঁচ বছরে জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নে দেখানো হলো:

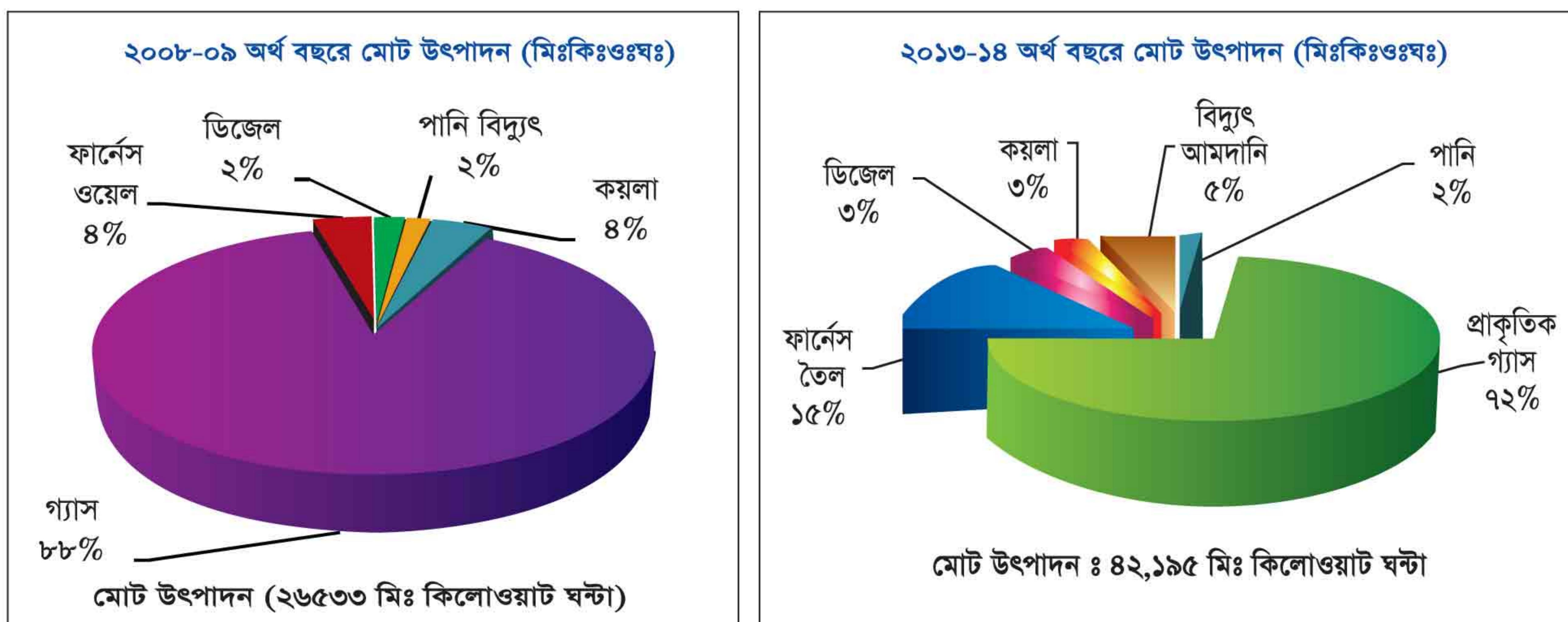
বিগত পাঁচ বছরে জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

অর্থ বছর	গ্যাস (%)	ফার্নেস ওয়েল (%)	ডিজেল (%)	পানি বিদ্যুৎ (%)	কয়লা (%)	বিদ্যুৎ আমদানি (%)
২০০৯-১০	৮৪	৫	৩	৪	৪	০
২০১০-১১	৭৪	১১	৯	৩	৩	০
২০১১-১২	৬৭	২১	৬	৩	৩	০
২০১২-১৩	৬৭	২২	৬	৩	২	০
২০১৩-১৪	৬৩	২০	৮	২	২	৫

বিগত পাঁচ বছরের উৎপাদন চিত্র



২০০৮-০৯ অর্থ বছর ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের মোট উৎপাদনের (মিঃ কিলোওয়াট ঘন্টা) তুলনামূলক চিত্র



১.৭ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব

২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদ্যুৎ ঘাটতি জনিত কারণে অসহনীয় পরিস্থিতি মোকাবেলায় অতিদ্রুত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় সরকারের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির মাধ্যমে আগ্রহী Sponsor এর সাথে Negotiation এর মাধ্যমে ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র "Quick Rental" হতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো না। অধিকাংশ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ তরল জ্বালানিভিত্তিক বিধায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় তুলামূলকভাবে বেশি। ফলে উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বাড়লেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে গৃহীত নীতি জাতীয় অর্থনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) হতে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যার সারমর্ম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত নীতির প্রভাব

বাংলাদেশে প্রতি মিলিয়ন কিলো-ওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সামষ্টিক পর্যায়ে অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় প্রায় ৪৬ মিলিয়ন টাকা হতে ১০৭ মিলিয়ন টাকা (১৯৯৫/৯৬ এর মূল্যকে স্থির ধরে)। ধারণা করা যায় যে, কেবলমাত্র ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপিতে কুইক রেন্টালের মাধ্যমে উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এর অবদান প্রায় ২৩,৩১২ কোটি টাকা হতে ১২১,১৬৮ কোটি টাকা (২০১১-১২ অর্থবছরের মূল্য বিবেচনায়)। কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন না হলে খাতভিত্তিক ত্রাসকৃত উৎপাদন এবং নিম্ন দেশজ উৎপাদন রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ত্রাস পেত। এতে সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য সূচক এবং কর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণ সংক্রান্ত খাতভিত্তিক সূচকে বিরুদ্ধ প্রভাব পড়তে পারত।

নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন

সার্বিকভাবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলাদেশের মত দেশে তিন বছরের মধ্যে ৩১০০ মেগাওয়াট সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। তবে এ সময়ের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ৭৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ ঘাটতি ছিল মূলত উৎপাদনজনিত, যা বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন এবং সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন ত্রাসকরণের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে একমত হওয়া যায় যে বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন লস ত্রাসকরণের মাধ্যমে বিশাল বিদ্যুৎ ঘাটতির সামান্য অংশ নিরসন করা সম্ভব হত। কাজেই বিদ্যমান অবস্থার উন্নতি নির্ভর করছিল স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর। সরকারের সামনে তখন দুটি বিকল্প খোলা ছিল; কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা অথবা লোড শেডিং বৃদ্ধি এবং উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার দিকে ধাবিত হওয়া, যা জনগণের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের উপর বিরুদ্ধ প্রভাব সৃষ্টি করত।

একথা স্বীকার করতে হবে যে, যদিও ঘাটতি পরিস্থিতির উন্নতি দ্রশ্যমান নয়, তথাপি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীড়ে অতিরিক্ত বিদ্যুতের যোগান অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রেই একটি উল্লেখযোগ্য ধনাত্মক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যুতের অতিরিক্ত যোগান অর্থনীতির অনেক খাতে যেমন-তৈরি পোশাক শিল্প, বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্রম খাত, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ সেবা, বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং অন্যান্য সেবা খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করেছে। ফলে বৈশ্বিক মন্দা এবং অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশে বহাল রেখে উন্নত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

[সূত্র : বিআইডিএস]

১.৮ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০,০০০ মেগাওয়াট মাইলফলক অর্জন

২০০৯ সালের শুরুতে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪,৯৪২ মেগাওয়াট। বর্তমানে এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১১,২৬৫ মেগাওয়াটে (ক্যাপটিভ ও সোলার ব্যতীত) উন্নীত হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এ অর্জনকে স্বর্ণীয় করে রাখতে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক হাতিরঝিলে বর্ণিল আলোক উৎসবের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র হতে এ আলোক উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন।

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালুকরণ, বর্তমানে নির্মাণাধীন, দরপত্র প্রক্রিয়াধীন এবং পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ক, খ, গ, ঘ ও ঙ তে দেয়া হলো।

বিগত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সার্বিক অর্জন

চুক্তি স্বাক্ষর	: ৭৬টি, ক্ষমতা-১১,১২৬ মেঃওঃ
চালু	: ৬৫টি, ক্ষমতা-৬,৩২৩ মেঃওঃ
নির্মাণাধীন	: ৩২টি, ক্ষমতা-৭,০৩০ মেঃওঃ
দরপত্র প্রক্রিয়াধীন	: ২০টি, ক্ষমতা-৪,০১৭ মেঃওঃ
পরিকল্পনাধীন	: ৯টি, ক্ষমতা-৮,৪০৫ মেঃওঃ

